

[কুরআন-হাদিস ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়া-সংবলিত
নামাজের ভুলত্রুটির এক অনবদ্য সংকলন]

নামাজে কোথায় কী ভুল করি

সংকলন ও সম্পাদনা

মুহাম্মাদ আলী জাওহার

উস্তাজুল হাদিস ওয়াল ফিকহ
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম
রামপুরা বনশ্রী ঢাকা।

লেখকের আরজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের নামাজের মতো মহা মূল্যবান নিয়ামত দান করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবিব রাসূলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। যাঁর উসিলায় আমরা জানতে পেরেছি নামাজের বিভিন্ন মাসায়েল।

প্রত্যেক বস্তুরই একটি ভিত্তি বা স্তম্ভ আছে, যার ওপর ভর করে তা দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ভিত্তি বা স্তম্ভটি যদি নড়বড়ে বা দুর্বল হয়, তাহলে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত বস্তুটিও নড়বড়ে বা দুর্বল হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ওই স্তম্ভটি যদি মজবুত ও সুদৃঢ় হয়, তবে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত বস্তুটিও মজবুত ও সুদৃঢ় হবে।

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম নামাজ। বিশুদ্ধভাবে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

অতএব এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না—যার নামাজ যত বেশি সুন্দর ও মজবুত হবে তার দীনের অন্যান্য কাজও তত বেশি সুন্দর ও মজবুত হবে।

আল্লাহ হলেন আমাদের স্রষ্টা। আমরা তাঁর সৃষ্টি। তিনি মাবুদ। আমরা তাঁর আবদ বা বান্দা। এটাই হলো আল্লাহর সাথে আমাদের বড় সম্পর্ক। আর উবুদিয়াত তথা দাসত্ব ও গোলামির সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে যে ইবাদতে, তা হলো নামাজ।

নামাজ মুমিনের মেরাজ। মহান প্রভুর সাথে সম্পর্ক গড়ার অন্যতম সোপান। চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার। সর্বোপরি নামাজ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

কিন্তু অতি দুঃখজনক হলেও সত্য, হাল জামানার সাধারণ মুসলমানগণ নামাজের

প্রতি একেবারেই উদাসীন। নামাজ যে আল্লাহর দেয়া অপরিহার্য বিধান সেই দিকে অনেকের দৃষ্টি নেই বললেই চলে। বিধায় অনেক মুসল্লি তা দায়সারাভাবে আদায় করে থাকে।

অধিকন্তু নামাজের মাসায়েল ও বিধি-বিধান বেশ ব্যাপক ও বিস্তৃত। নামাজের এমন কিছু ভুল আছে যার দরুন সিজদা সাহু ওয়াজিব হয়। কিন্তু সিজদা সাহু কখন কোন ভুলের কারণে ওয়াজিব হয় তা আমাদের অনেকেরই অজানা। অথচ এ বিষয়টি সকলেরই জানা খুব জরুরি। এমনকি আমাদের নামাজে এমন কিছু ভুল হচ্ছে যার দরুন নামাজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। যার প্রতি আমাদের মোটেও খেয়াল নেই! তাছাড়া নামাজের ব্যাপারে সমাজে বেশ কিছু ভুলের প্রচলন রয়েছে, যেগুলোর প্রতি আমাদের কোনো তোয়াক্কা নেই।

ফলে আমাদের নামাজ মেরাজে রূপায়িত হয় না। নামাজ দ্বারা আমাদের চরিত্র সুন্দর হয় না। নামাজ আমাদেরকে অশ্লীল ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে না। নামাজ আমাদের হৃদয়-মনকে প্রশান্ত করে না।

তাই এসব ভুলের নিরসনকল্পে একটি প্রামাণ্য বই সংকলন করে জাতির সামনে তুলে ধরার ইচ্ছা করলাম। সেমতে কুরআন-হাদিস ও বহু আরবি-উর্দু ফতোয়ার কিতাবের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ঘাঁটাঘাঁটি করে তা পাণ্ডুলিপির পাতায় জমা করি। বক্ষ্যমাণ বইটি সেই মধুপ্রচেষ্টারই ফসল। এতে কতটুকু সফল হয়েছি তা বোদ্ধা পাঠকের কাছেই সমর্পণ করলাম।

আশা করি বিশুদ্ধ নামাজ শিখতে আগ্রহী প্রত্যেক ভাই-বোনের জন্য বইটি যথেষ্ট উপকারে আসবে।

বইটিকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায় সিজদা সাহু, দ্বিতীয় অধ্যায় নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ, তৃতীয় অধ্যায় নামাজের মাকরুহ বিষয়সমূহ, চতুর্থ অধ্যায় নামাজের প্রচলিত ভুল ও পঞ্চম অধ্যায়ে নামাজের ফজিলত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পাঁচ অধ্যায়ে ২৬০-এর অধিক মাসআলার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বইটি নির্ভরশীল ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রতিটি মাসআলার পাদটীকায় আয়াত, হাদিস নং, সংশ্লিষ্ট কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং সহ সংযোজন করা হয়েছে। কিতাবের

একাধিক কপির ক্ষেত্রে ব্রাকেটে নির্বাচিত কপির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য হাদিসের রেফারেন্সের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ আল-বাহিসুল হাদিসি-এর আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ সংকলনে আমি নিজস্ব কোনো মতামত ব্যক্ত করিনি। বরং এর সবই নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাব থেকে নেয়া। কোনো মাসআলায় ফকিহগণের একাধিক বর্ণনার ক্ষেত্রে মুফতা বিহী কওল তথা ফতোয়া-নির্ভর উজ্জিকৈই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তথাপি কোনো বিষয়ে খটকা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কিতাব কিংবা বিজ্ঞ মুফতিগণের শরণাপন্ন হওয়া চাই।

বইটি নিখুঁত ও তথ্যসমৃদ্ধ করতে কোনো প্রকার ত্রুটি করিনি। এতৎসত্ত্বেও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। বিশেষত মুদ্রণ-প্রমাদ তো আছেই। সুতরাং কারো কাছে কোনো ভুলচুক দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

এই সংকলনের মাধ্যমে কারো যদি সামান্যতম উপকার হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এ শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কোনো মাসআলায় আমাদের উল্লেখ করা দলিলের বিপরীতে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে সেটাই গ্রহণীয়।

পরিশেষে কাবার রবের কাছে একটাই মিনতি—তিনি যেন বইটিকে কবুল করে নেন এবং একে আমাদের সকলের নাজাতের উসিলা বানান। আমিন!

বিনীত

মুহাম্মাদ আলী জাওহার

পূর্ব রামপুরা

জুমাবার, রাত ৮. ৩৫ মিনিট

১৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬ হিজরি

বিস্তারিত মূর্চী

● সিজদা সাহু

- ১৯ সিজদা সাহুর সংজ্ঞা
- ১৯ সিজদা সাহু করার পদ্ধতি
- ২০ সিজদা সাহুর বিধান ও তার শরয়ি ভিত্তি
- ২১ সিজদা সাহু ওয়াজিব হওয়ার যৌক্তিকতা
- ২০ যেসব কারণে সিজদা সাহু ওয়াজিব হয়

● কেরাতে ভুল

- ২৩ সুরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যাওয়া
- ২৩ সুরা মেলাতে ভুলে যাওয়া
- ২৪ সুরা ফাতিহার পূর্বে অন্য সুরা পড়ে ফেলা
- ২৫ ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহা একাধিকবার পড়া
- ২৫ ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে একাধিক সুরা মিলানো
- ২৫ ফরজের শেষ দুই রাকাতে সুরা ফাতিহা একাধিকবার পড়া
- ২৫ কেরাত পড়ার আগেই রুকুতে চলে যাওয়া
- ২৬ সুরা ফাতিহার পর ওয়াজিব পরিমাণ কেরাত পড়ার পর ভুলবশত আবার সুরা ফাতিহা পড়া
- ২৬ সুরা ফাতিহার কোনো অক্ষর ছুটে যাওয়া
- ২৭ সুরা ফাতিহার পরে আন্তাহিয়্যাতু পড়ে ফেলা
- ২৭ ফরজের শেষ দু-রাকাতে সুরা ফাতিহা ছুটে যাওয়া
- ২৭ ফরজের শেষ দু-রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে সুরা মেলানো
- ২৮ ওয়াজিব, সুন্নত বা নফল নামাজের যেকোনো রাকাতে কেরাত ছুটে যাওয়া
- ২৮ স্থিরীকৃত সুরার স্থানে অন্য সুরা পড়ে ফেলা
- ২৮ শুধু সানা পড়ে রুকুতে চলে যাওয়া
- ২৯ সুরা ফাতিহার পর ছোট এক বা দুই আয়াত পড়া

- ৭৪ বিতিরের তৃতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে চুপ থাকা
৭৫ সশব্দে দোয়া কুনুত পড়া
৭৫ দোয়া কুনুতের তাকবির বলতে ভুলে যাওয়া
৭৫ দোয়া কুনুতের পর দরুদ শরিফ পড়া
৭৫ দোয়া কুনুতের স্থানে সানা পড়া
৭৬ দোয়া কুনুত মুখস্থ না থাকলে করণীয়
৭৬ বিতির নামাজের রাকাত নিয়ে সন্দেহ হওয়া

তারাবিতে ভুল

- ৭৬ তারাবিতে নিঃশব্দে কেরাত পড়া
৭৭ তারাবিতেও সিজদা সাহু করতে হয়
৭৭ তারাবি তিন রাকাত পড়া
৭৭ কেরাত ভুলে গিয়ে চুপ করে চিন্তা করতে থাকা
৭৮ প্রথম রাকাতেই বসে যাওয়া
৭৮ তারাবির নামাজ একসাথে চার রাকাত পড়ে ফেলা

নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ

- ৭৯ ১. নামাজে অশুদ্ধ পড়া
৮০ ২. নামাজে কথা বলা
৮০ ৩. নামাজে সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়া
৮১ ৪. উহ্-আহ্ শব্দ করা
৮১ ৫. বিনা ওজরে কাশি দেয়া
৮১ ৬. আমলে কাসির করা
৮২ ৭. তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা
৮২ ৮. নামাজে শব্দ করে কাঁদা
৮৩ ৯. মুকতাদি ব্যতীত অন্য ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ
৮৩ ১০. ইমাম ছাড়া অন্যকে লোকমা দেয়া
৮৪ ১১. সুসংবাদ বা দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া
৮৪ ১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা
৮৪ ১৩. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া
৮৫ ১৪. কুরআন শরিফ দেখে পড়া
৮৬ ১৫. নামাজে শব্দ করে হাসা
৮৬ ১৬. হাঁচির জবাব দেয়া

৮৬	১৭. নামাজে পানাহার করা
৮৭	১৮. নামাজে দুনিয়াবি কোনো কিছুর প্রার্থনা করা
৮৭	১৯. ইমামের আগে মুকতাদি দাঁড়ানো
৮৮	২০. ইমামের আগে কোনো রুকন আদায় করা
৮৮	২১. ইমামের আগে সালাম ফেরানো
৮৯	২২. নবিজির নাম শুনে দরুদ শরিফ পাঠ করা
৮৯	২৩. ‘আল্লাহু আকবার’ শব্দের ‘হামযা’ কে কিংবা ‘বা’ কে টেনে পড়া
৮৯	২৪. ইমামের আগে তাকবিরে তাহরিমা বলে ফেলা
৯০	২৫. একদিকে সালাম ফেরানো
৯০	২৬. সিজদায় জমিন থেকে পা উঠে যাওয়া
৯০	২৭. নাপাক বস্ত্র পকেটে রেখে নামাজ পড়া
৯১	২৮. নাপাক কাপড় পরে নামাজ পড়া
৯১	২৯. নামাজে মোবাইল বন্ধ করা
৯২	৩০. নারী-পুরুষ নামাজে পাশাপাশি দাঁড়ানো
৯৩	৩১. বাচ্চা মায়ের স্তন চুষে ফেলা
৯৪	৩২. নামাজে চুলকানো
৯৪	৩৩. নামাজরত অবস্থায় সূর্য উঠে যাওয়া
৯৪	৩৪. শেষ বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যাওয়া
৯৫	৩৫. নামাজে সাপ বা এ-জাতীয় কষ্টদায়ক প্রাণীকে হত্যা করা
৯৬	৩৬. নামাজে ঘুমিয়ে পড়া

নামাজের মাকরুহ বিষয়সমূহ

৯৭	১. কাতারের মাঝে ফাঁকা রেখে দাঁড়ানো
৯৮	২. হাতা গুটিয়ে নামাজ পড়া
৯৯	৩. দাড়িতে হাত বুলানো
৯৯	৪. আঙুল ফোটানো
৯৯	৫. নামাজে অনর্থক কাজ করা
১০০	৬. মসজিদে জুতা পরে নামাজ পড়া
১০০	৭. ইমাম মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানো
১০১	৮. টুপি ছাড়া নামাজ পড়া
১০১	৯. টাই পরে নামাজ পড়া
১০১	১০. আঁটসাঁট পোশাক পরে নামাজ পড়া

১০২	১১. ছবিযুক্ত পোশাক পরে নামাজ পড়া
১০২	১২. প্রাণীর ছবিযুক্ত জায়নামাজে নামাজ পড়া
১০৩	১৪. কাবা শরিফের ছবিযুক্ত জায়নামাজে নামাজ পড়া
১০৪	১৫. নিম্নমানের পোশাক পরে নামাজ পড়া
১০৪	১৬. চশমা চোখে দিয়ে নামাজ পড়া
১০৫	১৭. রেশমি কাপড় ও স্বর্ণের আংটি পরে নামাজ পড়া
১০৫	১৮. টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে নামাজ পড়া
১০৬	১৯. চাদর বা রুমাল মাটিতে ঝুলিয়ে রাখা
১০৬	২০. মসজিদের নিচতলায় জায়গা রেখে ওপরতলায় নামাজ পড়া
১০৬	২১. নামাজে ইচ্ছাকৃত ঘড়ির দিকে তাকানো
১০৭	২২. বিনা কারণে চোখ বুজে নামাজ পড়া
১০৭	২৩. নাক-মুখ ঢেকে (মাস্ক পরে) নামাজ পড়া
১০৮	২৪. ইমামের আগে কোনো রুকন আদায় করে ফেলা
১০৮	২৫. পেশাব-পায়খানা বা বায়ুর চাপ নিয়ে নামাজ পড়া
১০৯	২৬. মসজিদের ছাদে নামাজ পড়া
১০৯	২৭. দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে নামাজ পড়া
১১০	২৮. নামাজে কোনো লিখিত জিনিস পড়া
১১০	২৯. লাঠিতে ভর দিয়ে নামাজে দাঁড়ানো
১১১	৩০. মুকতাদির প্রতি লক্ষ করে রুকু সিজদা বিলম্ব করা
১১১	৩১. ফরজ নামাজে এক সুরা দুইবার পড়া
১১১	৩২. নামাজে একই আয়াত বারবার পাঠ করা
১১২	৩৩. ফরজ নামাজে ইচ্ছাকৃত সুরাসমূহের তারতিব ভঙ্গ করা
১১২	৩৪. সুরার ধারাবাহিকতায় কোনো ছোট সুরা ছেড়ে দেয়া
১১২	৩৫. সুরাকে ধারাবাহিকতার বিপরীত গুরু করে পরে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পড়া
১১৩	৩৬. নামাজে মশা-মাছি মারা
১১৩	৩৭. নামাজে কোনো কিছুর ঘ্রাণ নেয়া
১১৩	৩৮. পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহার করে নামাজ পড়া
১১৩	৩৯. নামাজে হাই বা ঢেকুর তোলা
১১৪	৪০. ইমাম একা উঁচু স্থানে আর মুক্তাদিগণ নিচু স্থানে দাঁড়ানো
১১৪	৪১. নামাজে এদিক-সেদিক তাকানো

- ১২৭ ১৫. ফরজ নামাজের সালাম ফেরানোর পরপরই দাঁড়িয়ে যাওয়া
১২৭ ১৬. ইমামের সাথে সাথে রুকু-সিজদা করা
১২৮ ১৭. তাড়াহুড়ো করে জামাতে শরিক হওয়া
১২৮ ১৮. জায়নামাজ পাক করার জন্য দোয়া পাঠ করা
১২৮ ১৯. নামাজ শুরু করার সময় নিয়ত আরবিতে উচ্চারণ করা
১২৯ ২০. তারাবিতে কুরআন মাজিদ খতমের সময় সুরা ইখলাস
তিনবার পড়া

নামাজের ফজিলত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

- ১৩১ নামাজের ফজিলত
১৩৩ নামাজের পার্থিব উপকারিতা
১৩৪ জামাতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব
১৩৬ জামাতে নামাজ পড়ার ফজিলত
১৩৮ নামাজের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের মনোযোগ
১৪০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়

সিজদা সাহ্

আমাদের অনেকেরই জানা নেই সিজদা সাহ্ কী। কখন কী ধরনের ভুলের জন্য সিজদা সাহ্ করতে হয়। এর পদ্ধতি কী। এর শরয়ি বিধানই-বা কী। এসব বিষয়ের সমাধান এখানে বিশদভাবে তুলে ধরা হলো :

সিজদা সাহ্‌র সংজ্ঞা

‘সাহ্’ শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ হলো ‘সাহ্‌ভুন’। এটি আরবি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হলো : ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া, উদাসীন হওয়া, অমনোযোগী হওয়া ইত্যাদি। সে হিসেবে ‘সিজদাতুস সাহ্‌তি’ এর অর্থ দাঁড়ায়, ভুলের সিজদা।

শরিয়তের পরিভাষায়, নামাজে যেসব ত্রুটির কারণে ক্ষতিপূরণস্বরূপ শেষ বৈঠকে অতিরিক্ত যে দুটি সিজদা করতে হয়, তাকে ‘সিজদা সাহ্’ (ভুলের কারণে সিজদা) বলে।

সিজদা সাহ্‌ করার পদ্ধতি

উলামায়ে আহনাফের (আমাদের) নিকট সিজদা সাহ্‌ আদায় করার সঠিক পদ্ধতি হলো—নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর কেবল ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা করবে। প্রত্যেক সিজদায় তিনবার করে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা’ বলবে। দুই সিজদার মাঝে অবশ্যই সোজা হয়ে বসবে। সিজদা হতে উঠে পুনরায় তাশাহহুদ, দরুদ শরিফ ও দোয়া মাসুরা পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।^১

১ আবু দাউদ, হাদিস : ১০৩৮; ইবনে মাজা, হাদিস : ১২১৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২৪১৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/১২৫ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ]; আল-মুহিতুল বুরহানি : ২/৩০৬-৩০৭ [ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়াহ করাচি, পাকিস্তান]; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : ২/৩৮৫-৩৮৬ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]

সিজদা সাহুর বিধান ও তার শরয়ি ভিত্তি

সিজদা সাহুর করা ওয়াজিব। এ মর্মে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। তন্মধ্যে হতে কয়েকটি হাদিস নিম্নে তুলে ধরা হলো :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি.-এর সূত্রে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়লেন। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নামাজ কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে কী আবার? প্রশ্নকারী বললেন, আপনি নামাজ পাঁচ রাকাত পড়েছেন। তখন তিনি (ডান দিকে) সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদা করলেন।^২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

২. হজরত আবু হুরায়রা রাদি.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার নিকট এসে নামাজে গোলযোগ সৃষ্টি করে। এমনকি (কোনো কোনো সময়) সে বুঝতেই পারে না, নামাজ কয় রাকাত পড়েছে। সুতরাং তোমাদের কারো এ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় থেকে দুটি সিজদা করে।^৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ دُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ

২ বুখারি, হাদিস : ১২২৬; মুসলিম, হাদিস : ৫৭২; আবু দাউদ, হাদিস : ১০১৯

৩ বুখারি, হাদিস : ১২৩২; মুসলিম, হাদিস : ৩৮৯; আবু দাউদ, হাদিস : ১০৩০

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ
بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ
مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

৩. হজরত আবু হুরায়রা রাদি.-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে আসরের নামাজ আদায় করলেন। এবং দু-রাকাত শেষে (উভয় দিকে) সালাম ফিরালেন। তখন জুল-ইয়াদাইন রাদি. উঠে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! নামাজ কি কমানো হয়েছে নাকি আপনি ভুলে গেছেন? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দুটির কোনোটিই হয়নি। জুল-ইয়াদাইন বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যেকোনো একটি আলবত হয়েছে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, জুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? তাঁরা বললেন, জি। তখন তিনি অবশিষ্ট নামাজ সম্পন্ন করলেন। অতঃপর (ডান দিকে) সালাম ফিরিয়ে বসা অবস্থায় দুটি সিজদা করলেন।^৪ বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরিউক্ত হাদিস দ্বারা নামাজে কথা বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। এর উত্তরে হানাফি ফকিহগণ বলেছেন, এটা ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা; তখন নামাজে কথা বলা বৈধ ছিল। পরবর্তীকালে তা রহিত হয়ে গেছে।

সিজদা সাহ্ ওয়াজিব হওয়ার যৌক্তিকতা

যেকোনো ইবাদাত তার পূর্ণ গুণাবলিসহ আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং নামাজের মধ্যে যদি এমন কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যার দরুন নামাজের সওয়াব ও ফজিলতে ঘাটতি দেখা দেয় এবং তা সংশোধনযোগ্য, তবে শরিয়ত উক্ত ঘাটতি পূরণে সিজদা সাহ্‌র বিধান আরোপ করেছে।^৫ এবং নামাজকে তার পূর্ণ গুণাবলিসহ সম্পাদন করতে জোর নির্দেশ প্রদান করেছে। যেমনিভাবে হজের ক্ষেত্রে কোনো

৪ বুখারি, হাদিস : ১২২৭; মুসলিম, হাদিস : ৫৭৩; আবু দাউদ, হাদিস : ১০১৩; নাসায়ি, হাদিস : ১২২৬; ইবনে মাজা, হাদিস : ১২১৪

৫ ফাতাওয়া শামি : ২/৫৪০ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]; আল-মুহিতুল বুরহানি : ২/৩০৬ [ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়াহ করাচি, পাকিস্তান]; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : ২/৩৮৫ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]; আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিব্বাতুহু : ২/৯১ [আল-হুদা ইন্টারন্যাশনাল দেওবন্দ]

ওয়াজিব ছুটে গেলে কিংবা যথাযথভাবে তা পালিত না হলে শরিয়ত দম তথা কুরবানির বিধান আরোপ করেছে।

যেসব কারণে সিজদা সাহু ওয়াজিব হয়

নিম্নোক্ত কারণে সিজদা সাহু ওয়াজিব হয় :

১. নামাজের কোনো রুকন তথা ফরজকে ভুলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আদায় করা। যেমন : সুরা ফাতিহা কিংবা সুরা মিলানোর পূর্বে রুকু করা। অথবা রুকু করার পূর্বে সিজদা করে ফেলা।
২. কোনো ফরজকে ভুলে নির্দিষ্ট সময় থেকে এক রুকন (তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা) পরিমাণ সময় বিলম্ব করা। যেমন : প্রথম রাকাতে সিজদার কথা ভুলে গিয়ে দ্বিতীয় রাকাতে আদায় করা কিংবা প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর কিছু পড়ে তৃতীয় রাকাতের কিয়ামকে বিলম্ব করা।
৩. ভুলে কোনো ফরজকে একাধিকবার আদায় করা। যেমন : এক রুকুর স্থলে দুই রুকু করা কিংবা দুই সিজদার স্থলে তিন সিজদা করা।
৪. কোনো ওয়াজিবকে ভুলবশত ছেড়ে দেয়া। যেমন : চার রাকাত-বিশিষ্ট নামাজে ভুলে প্রথম বৈঠক কিংবা প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ ছেড়ে দেয়া।
৫. কোনো ওয়াজিবকে ভুলে পরিবর্তন করে দেয়া। যেমন : জাহরি (সশব্দে কেয়াত-বিশিষ্ট) নামাজে নিঃশব্দে কেয়াত পড়া কিংবা সিররি (নিঃশব্দে কেয়াত-বিশিষ্ট) নামাজে সশব্দে কেয়াত পড়া।
৬. কোনো ওয়াজিবকে ভুলে দুইবার আদায় করা। যেমন : দোয়া কুনুত দুইবার পাঠ করে ফেলা।
৭. কোনো ওয়াজিবকে ভুলে এক রুকন পরিমাণ দেরি করে আদায় করা। যেমন : বৈঠক অবস্থায় প্রথমে কেয়াত পড়ে তারপর তাশাহুদ পাঠ করা।
৮. কোনো ওয়াজিবকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আদায় করা। যেমন : সুরা ফাতিহা পড়ার পূর্বেই অন্য সুরা মিলিয়ে ফেলা।^৬

৬ ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/১২৬ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ]; আল-মুহিতুল বুরহানি : ২/৩০৮ [ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়াহ করাচি, পাকিস্তান]; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : ২/৩৮৮ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]

সিজদা সাহুর মাসায়েল

কেরাতে ভুল

সুরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যাওয়া

মাসআলা : ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে এবং ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। অতএব যদি কেউ ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতের কোনো এক রাকাতে বা উভয় রাকাতে কিংবা অন্যান্য নামাজের যেকোনো রাকাতে ভুলবশত সুরা ফাতিহা বাদ দিয়ে অন্য সুরা পড়ে রুকুতে চলে যায়, তাহলে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার কারণে তার ওপর সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে।^৭

সুরা মেলাতে ভুলে যাওয়া

মাসআলা : ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা বা কুরআনের বড় এক আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ কেরাত পাঠ করা ওয়াজিব। অতএব, ভুলবশত কারো যদি প্রথম অথবা দ্বিতীয় রাকাতে কিংবা উভয় রাকাতে তা ছুটে যায়, তাহলে শেষের দুই রাকাতে বা যেকোনো এক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর একটি সুরা মিলিয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য এক্ষেত্রে শেষের দুই রাকাতে সুরা না মেলালেও নামাজ হয়ে যাবে এবং সুরা মেলানো হোক বা না হোক—উভয় ক্ষেত্রে নামাজ শেষে সিজদা সাহু করতে হবে।

উল্লেখ্য, সশব্দে কেরাত-বিশিষ্ট নামাজের কোনো রাকাতে ইমাম সুরা মেলাতে ভুলে গেলে শেষ দুই রাকাতের যে রাকাতে সুরা মেলাবে ওই রাকাতের সুরা ফাতিহা ও সুরা সশব্দে পড়বে।^৮

৭ ফাতাওয়া শামি : ২/১৫০; [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]; ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/১২৬ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ]; আল-বাহরুর রায়েক : ২/১৬৬ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]; ফাতহুল কাদির : ২/৫১৯ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ]; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : ২/৩৯১ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]

৮ সারাখসি, আল-মাবসুত : ১/২০২ [দারুল হাদিস আল-কাহেরা]; ফাতহুল কাদির : ১/৩৩৭, ৫২০ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ]; আল-বাহরুর রায়েক : ১/৫১৬ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]; ফাতাওয়া শামি : ২/১৩৩, ১৫১ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]; ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/১২৭ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ]

সুরা ফাতিহার পূর্বে অন্য সুরা পড়ে ফেলা

মাসআলা : নামাজে সুরা মেলানোর আগে সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। অতএব কেউ যদি ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতের কোনো এক রাকাতে এবং অন্যান্য নামাজের যেকোনো রাকাতে ভুলবশত সুরা ফাতিহা বাদ দিয়ে প্রথমে অন্য কোনো সুরা বা ছোট তিন আয়াত কিংবা বড় এক আয়াত (যা কেবালের ক্ষেত্রে এক রুকন পরিমাণ) পড়ে ফেলে, অতঃপর সুরা ফাতিহা পড়ে, তাহলে ওয়াজিব আদায়ে বিলম্ব করার কারণে তাকে সিজদা সাহু করতে হবে। তবে এক আয়াতের চেয়ে কম পড়ে থাকলে সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ফিকহের প্রায় সব কিতাবেই উল্লেখ আছে, সুরা ফাতিহার পূর্বে অন্য কোনো সুরার একটি অক্ষর পড়লেই সিজদা সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফাতহুল কাদিরে এ কথাটি প্রত্যাখ্যান করে উল্লেখ করেছেন, ‘সিজদা সাহু ওয়াজিব হওয়ার জন্য জরুরি হলো সুরা ফাতিহার পূর্বে অন্য কোনো সুরার এ পরিমাণ পড়া, যে পরিমাণ সময়ে একটি রুকন আদায় করা যায়। তাছাড়া ফাতাওয়া রহিমিয়ার ভাষ্যেও এ কথার প্রমাণ মেলে। সেখানে আল্লামা সাইয়িদ আবদুর রহিম লাজপুরি রহ. এক আয়াতকে এক রুকনের সমপরিমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অতএব এ মতটিই অধিক যুক্তিসংগত।^৯

উল্লেখ্য, হজরত ফুকাহায়ে কেরাম

ثُمَّ نَظَرَ (২১) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (২২) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (২৩)

এই আয়াতগুলো অথবা এর সমমানের ত্রিশ হরফ-বিশিষ্ট এক বা একাধিক আয়াতকে ছোট তিন আয়াতের হদ বা পরিমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।^{১০}

৯ ফাতহুল কাদির : ১/৫২০ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ]; ফাতাওয়া রহিমিয়াহ : ৫/১৮৮ [দারুল ইশাআত করাচি]; ফাতাওয়া শামি : ২/১৫২ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]; ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/১২৬ [মাকতাবায়ে যাকারিয়া দেওবন্দ]; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : ২/৩৯৫ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]

১০ আব্দুররুল মুখতার : ২/১৪৯ [যাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ]